(আমীরে আহলে সুন্নাত ﷺ এর লিখিত কিতাব
"নেকীর দাওয়াত" থেকে নেয়া বিষয়বস্তুর ষষ্ঠ অংশ)

গোসলের জরুরী মাসআলা

- W.C (কমোড) এর দিক ঠিক করুন
- বৃষ্টিতে গোসল
- জঙ্গলে মসজিদ
- উত্তম মানুষের বৈশিষ্ট্য
- বউ-শ্বাশুড়ির মাঝে মীমাংসার রহস্য

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এর বিষয়বস্তু **"নেকীর দাওয়াত"** এর ১১৪-১২৮ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে

গোসলের জরুরী মাসআলা

আত্তারের দোয়া

হে **আল্লাহ পাক**! যে ব্যক্তি এই **"গোসলের জরুরী মাসআলা"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে প্রাকাশ্য এবং গোপনীয় সকল আবর্জনা থেকে পবিত্র করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয় কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে আমার নিকটতর ব্যক্তি সেই হবে, যে আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি দরূদে পাক প্রেরণ করবে।

(তিরমিযী, ২/২৭, হাদীস ৪৮৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এক ৭০ বছর বয়স্ক ইসলামী ভাই মাদানী কাফেলা ওয়ালাদের মাদানী হালকায় অংশগ্রহন করলো, তখন তিনি গোসল সম্পর্কে জীবনে প্রথমবার জানতে পারলেন। জানিনা কত মুসলমান এমন রয়েছে, যারা এসব বিধি-বিধান জানেই না। অতএব এ ব্যাপারে নেকির দাওয়াতের সাওয়ার লাভের নিয়্যতে গোসলের পদ্ধতি (হানাফী) আপনাদের সামনে উপস্থান করছি। যেমনটি; **দা'ওয়াতে**

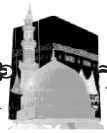

ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ৩৩৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'নামাযের আহকাম'** নামক কিতাবের ৭৭ পৃষ্ঠা থেকে শুরু হওয়া বিষয়বস্তু হতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সহকারে বর্ণনা করা হচ্ছে: নিয়্যত ছাড়াও গোসল হয়ে যাবে। কিন্তু সাওয়াব পাওয়া যাবে না। তাই মুখে উচ্চারণ না করে মনে মনে এভাবে নিয়্যত করে নিন, "আমি পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে গোসল করছি।" তারপর উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করুন। তারপর ইস্তিন্জার স্থান যদিও নাপাকী থাকুক বা না থাকুক, তারপর শরীরের কোথাও নাপাকী থাকলে তা দূরীভূত করুন। অতঃপর নামাযের অযুর মত অযু করুন। কিন্তু পা ধৌত করবেন না। তবে চৌকি ইত্যাদির উপর গোসল করলে পাও ধুয়ে নিন। অতঃপর শরীরে তৈলের ন্যায় পানি মালিশ করুন বিশেষ করে শীতকালে। (এই সময় শরীরে সাবানও মালিশ করতে পারবেন) অতঃপর তিনবার ডান কাঁধে, তিনবার বাম কাঁধে এবং তিনবার মাথা ও সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করুন। তারপর গোসলের স্থান থেকে সরে দাঁড়ান। অযু করার সময় যদি পা ধুয়ে না থাকেন তাহলে এখন পা ধুয়ে নিন। গোসল করার সময় কিবলামুখী হবেন না। হাত দ্বারা সমস্ত শরীর ভালভাবে মেজে নিন। এমন জায়গায় গোসল করা উচিত যেখানে কারো দৃষ্টি না পড়ে। যদি তা সম্ভব না হয় পুরুষেরা নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত একটি মোটা কাপড় দ্বারা সতর ঢেকে নেবে। আর মোটা কাপড় পাওয়া না গেলে প্রয়োজন অনুসারে দুইটি বা তিনটি কাপড় দ্বারা সতর ঢেকে নেবে। কেননা গোসল

করার সময় পরনে পাতলা কাপড় থাকলে পানি পড়ার সাথে সাথে তা শরীরের সাথে লেগে যায় এবং **আল্লাহ**র পানাহ! হাঁটু, উরু ইত্যাদির আকৃতি প্রকাশ পায়। মহিলাদের জন্য তো সতর ঢাকার ক্ষেত্রে আরো বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। গোসল করার সময় কোন রকম কথাবার্তা বলবেন না এবং কোন দোয়াও পড়বেন না। গোসলের পর তোয়ালে, গামছা ইত্যাদি দ্বারা শরীর মুছতে কোন অসুবিধা নেই। গোসলের পর তাড়াতাড়ি কাপড় পরিধান করে নিন এবং মাকরূহ সময় না হলে গোসলের পর দু'রাকাত নফল নামায আদায় করা মুস্তাহাব।

(আলমগিরী, ১/১৪। বাহারে শরীয়ত, ১/৩১৯)

গোসলের তিন ফরজ

(১) কুলি করা, (২) নাকে পানি দেয়া, (৩) সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করা। **(ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ১/১৩)**

(১) কুলি করা

মুখে সামান্য পানি নিয়ে সামান্য নড়াচড়া করে ফেলে দেয়ার নাম কুলি নয়। বরং মুখের ভিতরের প্রতিটি অংশে, প্রান্তে ও ঠোঁট হতে কণ্ঠনালীর গোঁড়া পর্যন্ত প্রতিটি স্থানে পানি পৌঁছাতে হবে। একিভাবে চোয়ালের পিছনে, গালের ভিতরস্থ চামড়াতে, দাঁতের ছিদ্র ও গোঁড়াতে, জিহ্বার প্রত্যেক পিঠে এবং গলার গভীরেও পানি পৌঁছাতে হবে। রোযা অবস্থায় না থাকলে গড়গড়া করাও সুন্নাত। দাঁতের ফাঁকে সুপারির দানা, বিচির খোসা ইত্যাদি আটকে থাকলে তা

www.dawateislami.net

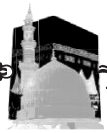

বের করে ফেলা আবশ্যক। তবে বের করে নেয়াতে যদি ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, তাহলে তা ক্ষমাযোগ্য। গোসলের পূর্বে দাঁতের ছিদ্রে খোসা ইত্যাদি অনুভূত না হওয়ার কারণে তা নিয়েই নামায আদায় করা হলো কিন্তু নামায আদায়ের পর তা অনুভূত হলো, তাহলে তা বের করে সেখানে পানি পৌঁছানো ফরয। তবে ঐগুলো দাঁতের ফাঁকে থাকা অবস্থায় পূর্বে যে নামায আদায় করা হয়েছিল তা শুদ্ধ হয়ে যাবে। যে পরা দাঁত বিভিন্ন উপাদান দ্বারা জমানো হয়েছিলো বা তার দ্বারা বাঁধানো হয়েছিলো কুলি করার সময় ঐ উপাদান বা তারের নিচে পানি না পৌঁছলেও ক্ষমাযোগ্য। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১/৪৩৯-৪৪০। বাহারে শরীয়ত, ১/৩১৬)** গোসলে যে ভাবে একবার কুলি করা ফরয, অযুতে সে ভাবে তিনবার কুলি করা সুন্নাত।

(২) নাকে পানি দেয়া

তাড়াতাড়ি নাকের মাথায় সামান্য পানি লাগিয়ে নিলে নাকে পানি দেয়া বলা যায় না বরং নাকের ভিতর যতটুকু নরম জায়গা আছে তাতে এবং শক্ত হাঁড়ের শুরু পর্যন্ত পানি পৌঁছানো আবশ্যক। আর সেটা এইভাবে হতে পারে যে, নাকে পানি নিয়ে নিঃশ্বাস টেনে উপরে নিয়েই নাকের সম্পূর্ণ স্থানে পানি পৌঁছানো। এটা স্মরণ রাখবেন! নাকের ভিতর চুল পরিমাণ স্থানও যাতে অধৌত থেকে না যায়। অন্যথায় গোসল আদায় হবে না। নাকের ভিতর যদি শ্লেষ্মা শুকিয়ে যায়, তাহলে তা বের করে নেয়া ফরয। নাকের ভিতরের লোমগুলোও ধৌত করা ফরয। **(বাহারে শরীয়ত, ৪৪২-৪৪৩ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

(৩) সমস্ত শরীরের বাইরের অংশে পানি প্রবাহিত করা।

মাথার চুল থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত সম্পূর্ণ শরীরে প্রতিটি অংশে এবং প্রতিটি লোমে পানি প্রবাহিত করা আবশ্যক। শরীরে কিছু স্থান এমনও আছে যেগুলোতে সতর্কতার সাথে পানি পৌঁছানো না হলে তা শুষ্ক থেকে যায় ফলে গোসল আদায় হয় না। (বাহারে শরীয়ত, ১/৩১৭) অযু, গোসল, নামায, জুমার নামায, কাযা নামায, সফরের নামায, জানাযার নামায ইত্যাদি সম্পর্কে জরুরী মাস্আলাসমূহ জানার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩৩৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"নামাযের আহকাম"** নামক কিতাবটি অধ্যায়ন করুন।

প্রবাহিত পানিতে গোসল করার পদ্ধতি

যদি প্রবাহিত পানি যেমন; সমুদ্রের পানি, নদীর পানি ইত্যাদিতে গোসল করলে কিছুক্ষণ পানিতে ডুব দিয়ে থাকলে তিনবার ধৌত করা, ধারাবাহিক, অযু ইত্যাদি সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে, তিনবার ধৌত করার প্রয়োজন নেই। আর যদি পুকুর ইত্যাদির বদ্ধ পানিতে গোসল করা হয় তাহলে তিনবার ডুব দিলে বা তিনবার স্থান পরিবর্তন করলে তিনবার ধৌত করার সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। বৃষ্টির পানিতে (নল বা ফোয়ারার নিচে দাঁড়ানো) প্রবাহিত পানির মধ্যে দাঁড়ানোর হুকুমের মতো। প্রবাহিত পানিতে অযু করলে কিছুক্ষণ অঙ্গ পানিতে ডুবিয়ে রাখলে তিনবার ধৌত করা হয়ে যাবে। আর স্থির

www.dawateislami.net

পানিতে অযু করলে অঙ্গকে তিনবার পানিতে ডুবালে তিনবার ধৌত করার (সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে)। (বাহারে শরীয়ত, ১/৩২০) যেখানেই অযু বা গোসল করে থাকুক না কেন তাকে অবশ্যই কুলি করতে হবে এবং নাকে পানি দিতে হবে।

ফোয়ারা (প্রস্রবন) প্রবাহমান পানির হুকুমের অন্তর্ভূক্ত

ফতোওয়ায়ে আহলে সুন্নাতে (অপ্রকাশিত) উল্লেখ আছে: ফোয়ারার (প্রস্রবনের) নিচে গোসল করা প্রবাহিত পানিতে গোসল করার মতো। সুতরাং অযু ও গোসল করতে যতটুকু সময়ের প্রয়োজন হয় ততটুকু সময় পর্যন্ত ঝর্ণা ধারার নিচে অবস্থান করলে তিনবার ধৌত করার সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। অতঃপর "দুররে মুখতার"এ উল্লেখ আছে: যদি কেউ প্রবাহিত পানিতে বা বড় হাউজে বা ঝর্ণাধারার নিচে অযু ও গোসল করার সময় পর্যন্ত অবস্থান করে তাহলে সে পূর্ণ সুন্নাত আদায় করলো। (দুররে মুখতার, ১/৩২০)

স্মরণ রাখবেন! গোসল এবং অযুতে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া আবশ্যক।

ফোয়ারার সাবধানতা

যদি আপনার ঘরের গোসল খানায় ফোয়ারা (SHOWER) থাকে, তাহলে ফোয়ারামুখী হয়ে উলঙ্গ অবস্থায় গোসল করার সময় ভালভাবে লক্ষ্য রাখবেন, যেন আপনার মুখ বা পিঠ কিবলার দিকে না থাকে। ইস্তিঞ্জাখানাতেও অনুরূপ সতর্কতা অবলম্বন করবেন। কিবলার

www.dawateislami.net

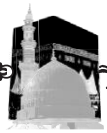

দিকে মুখ বা পিঠ থাকার অর্থ হলো ফোয়ারার ৪৫° ডিগ্রী কোণের ভিতরে গোসল করা, সুতরাং সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যেন ফোয়ারার ৪৫° ডিগ্রী কোণের বাইরে থেকে গোসল করা না হয়। অনেক লোক এ মাসয়ালা সম্পর্কে অজ্ঞ।

W.C (কমোড) এর দিক ঠিক করুন

দয়া করে নিজ ঘরের W.C কমোট ও ফোয়ারার দিক যদি তা ভুল স্থাপিত হয়, তাহলে তা সংশোধন করে নিন। সর্বাধিক সতর্কতা অবলম্বনের পন্থা হলো, W.C কমোট এর মুখ কিবলার দিক হতে ৯০° ডিগ্রী কোণে স্থাপন করা অর্থাৎ যেদিকে নামাযে সালাম ফিরানো হয় সেদিকে স্থাপন করা। রাজ মিস্ত্রিরা সাধারণত নির্মাণের সহজতা ও মানান সইয়ের জন্য কিবলার আদবের প্রতি তোয়াক্কা করে না। মুসলমানদের ঘর নির্মানের সময় ঘরের অনাবশ্যক চাকচিক্যের পরিবর্তে পরকালের প্রকৃত সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে ঘর নির্মাণ করা উচিত।

কুছ নেকীয়া কামালে জল্‌দ্ আখিরাত বানালে,
ভাই নেহী ভরোসা হ্যা কুয়ি জিন্দেগী কা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৮৫ পৃষ্ঠা)

কখন গোসল করা সুন্নত

জুমার দিন, ঈদুল ফিতরের দিন, ঈদুল আযহার দিন, ৯ই জিলহজ্জ আরাফার দিন এবং ইহরাম বাধার সময় গোসল করা সুন্নাত।

(ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ১/১৬)

www.dawateislami.net

বৃষ্টিতে গোসল

মানুষের সামনে সতর খুলে গোসল করা হারাম। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংশোধিত), ৩/৩০৬) বৃষ্টির পানিতে গোসল করলে পায়জামা বা সালওয়ারের উপর অতিরিক্ত একটি মোটা চাদর জড়িয়ে নিন, যাতে পায়জামা বা সালওয়ার পানিতে ভিজে শরীরের সাথে লেগে গেলেও উরু ইত্যাদির আকৃতি যেন স্পষ্ট না হয়ে ওঠে।

আঁটসাটোঁ পোষাক পরিধানকারীদের দিকে দেখা কেমন?

পোশাক আটঁসাটোঁ হওয়ার কারণে বা তীব্র বাতাস প্রবাহের কারণে বা বৃষ্টির পানিতে গোসল করার কারণে বা নদী বা সমুদ্রে গোসল করার সময় নদী বা সমুদ্রের প্রবল ঢেউয়ের কারণে যদিও সে মোটা কাপড় পরিধান করে গোসল করে থাকুক না কেন কাপড় যদি শরীরের সাথে লেগে গিয়ে সতরের কোন একটি পূর্ণ অঙ্গ যেমন উরুর সম্পূর্ণ গোলাকার অংশের আকৃতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তাহলে সে অঙ্গের দিকে অন্যান্য লোকদের দৃষ্টিপাত করা জায়িয নেই। অনুরূপ আঁটসাটোঁ পোশাক পরিধানকারী ব্যক্তির সতরের স্পষ্ট হয়ে ওঠা পূর্ণ অঙ্গের প্রতিও দৃষ্টিপাত করা (জায়িয নেই)।

উলঙ্গ গোসল করার সময় খুবই সাবধান

গোসলখানায় উলঙ্গ অবস্থায় একাকী গোসল করার সময় বা এমন পায়জামা পরিধান করে গোসল করার সময় যা শরীরের সাথে লেগে যাওয়ার কারণে উরু ইত্যাদির আকৃতি ও লাবন্যতা স্পষ্ট হয়ে উঠে, এরূপ অবস্থায় কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ দিবেন না।

www.dawateislami.net

বালতি হতে গোসল করার সময় সাবধানতা

যদি বালতি হতে গোসল করে তখন সতর্কতা হিসেবে বালতি টুল (STOOL) বা চৌকি ইত্যাদির উপর রাখবেন যাতে বালতিতে ব্যবহৃত পানির ছিটা না পড়ে, অনুরূপ গোসলের কাজে ব্যবহৃত মগও নিচে রাখবেন না।

গ্রামের সকলেই দাড়ি মুন্ডানো!

সুন্নাত প্রশিক্ষণের ৩০ দিনের মাদানী কাফেলা সফর করতে করতে (বাবুল ইসলাম, সিন্ধু প্রদেশ) জিলা দাউদের কোন গ্রামের এক মসজিদে গিয়ে পৌঁছালো, সেখানে মুয়াজ্জিন সাহেব উপস্থিত ছিলেন না, তাই কাফেলার কেউ আযান দিলো, যখন জামাতের সময় হলো, দেখা গেলো মসজিদে সামান্য কিছু নামাযী এলো, এসেই মাদানী কাফেলা ওয়ালাদের বললো: আপনারা নামাযও পড়িয়ে দিন, এখানে মসজিদে জামাআত হয়না, সবাই নিজে নিজে নামায আদায় করে, কেননা পুরো গ্রামটিতে এমন কোনো ব্যক্তি নেই যার মুখে দাড়ি আছে এবং ইমাম হতে পারে।

মসজিদকে পূর্ণ রাখা ওয়াজিব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসলেই এটা শিক্ষণীয় বিষয়। দুনিয়ার ভালবাসা খুবই ভয়াবহ, কেননা এতে লিপ্ত থাকার কারণে গ্রামের অধিবাসীরা **আল্লাহ পাকের** ইবাদত হতে বঞ্চিত হয়ে গেলো, **আল্লাহর** ঘর মসজিদ খালি পরে রইলো। মনে রাখবেন! মসজিদকে

www.dawateislami.net

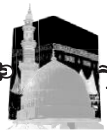

পূর্ণ রাখা মহল্লার মুসলমানের উপর ওয়াজিব। যেমনটি; **ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফে** সাবেক সেসব মদ-ব্যবসায়ী কর্তৃক নির্মিত মসজিদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যারা পরবর্তীতে তাওবা করতঃ হালাল সম্পদ দিয়ে তা নির্মাণ করেছিলো। সেই জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে গিয়ে আমার আকা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার** ৮ম খন্ডের ১২৫ পৃষ্ঠায় লিখেন: 'সেই মসজিদ যা তারা তাওবা করার পর হালাল সম্পদ দিয়ে তৈরি করেছিলো, তা নিঃসন্দেহে শরীয়ত সম্মত একটি মসজিদই। তাতে শুধু নামায হবে তা নয় বরং এর নিকটবর্তী মহল্লাবাসী পাড়া-প্রতিবেশীদের উপর এটিকে পূর্ণ রাখা ওয়াজিব। এতে পাঁচ ওয়াক্ত আযান, ইকামত, জামাআত, ইমামত ইত্যাদি অব্যাহত রাখা আবশ্যক। এমন যদি না করে থাকে, তবে গুনাহ্গার হবে আর যারা এই মসজিদে নামায পড়তে নিষেধ করবে তারা এমন জঘন্য জালিমদের পর্যায়ভূক্ত হবে যাদের সম্পর্কে স্বয়ং **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا

(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ১১৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তার চেয়ে অধিক জালিম কে, যে **আল্লাহ**র মসজিদগুলোতে বাধা দেয় সেগুলোতে **আল্লাহ**র নামের চর্চা হওয়া থেকে এবং সেগুলোর বিরান সাধনে প্রয়াসী হয়।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৮/১২৫)

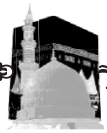

জঙ্গলে মসজিদ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এর পাশাপাশি আবেদন করতে চাই যে, যেসব স্থানে কোনো মুসলমান বসবাস করে না, সেসব অনাবাদী ও জনমানবহীন স্থানে নির্মিত মসজিদ মূলতঃ মসজিদের হুকুমেই পড়ে না। যেমনটি এক প্রশ্নের উত্তরে আমার আকা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **'ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার'** ১৬তম খন্ডের ৫০৫ পৃষ্ঠায় লিখেন: 'এ কথা যদি সঠিক হয় যে, সেই স্থান আবাদ হতে পারে না আর সেই মসজিদ কাজেও আসবে না, তবে তা মসজিদ হবেনা, এর ইট ও টাকা-পয়সা অন্য মসজিদে ব্যবহার (অর্থাৎ ব্যয়) করা যাবে।' **'আলমগিরীতে'** উল্লেখ রয়েছে: 'কোন ব্যক্তি এমন বন বা জনমানবহীন ভূমিতে মসজিদ নির্মাণ করল, যেখানে কেউ বসবাস করে না আর মানুষের গমনাগমনও সেখানে কম, তবে তা মসজিদ হবেনা, কেননা সেখানে মসজিদ নির্মাণ করার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই।'

(ফতোওয়ায়ে আলমগীরি, ৫/৩২০)

করেঁ মসজিদেঁ জু ভি আবাদ মওলা
তু রাখ্ উস মুসলমান কো শাদ মওলা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

৯ জন অমুসলিমের ইসলাম গ্রহণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! সারা দুনিয়ায় নেকির দাওয়াতকে প্রসার করায় আগ্রহী "মাদানী সংগঠন" অর্থাৎ আশিকানে

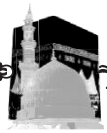

রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়ে যাই। নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী কাফেলায় সফর করার অভ্যাস গড়ে নিন। উৎসাহ প্রদান করতে একটি মাদানী বাহার আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে। বাবুল ইসলামের (সিন্ধু প্রদেশ) প্রসিদ্ধ শহর হায়দারাবাদ থেকে তিন দিনের একটি মাদানী কাফেলা 'টান্ডো আদম' শহরে পৌঁছায়। তৃতীয় দিনে এক ব্যক্তি মসজিদের বাইরে দাঁড়িয়ে কাফেলার আমীরের সাথে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলো। সাক্ষাতের পর সেই লোকটি নিজেকে একজন অমুসলিম পরিচয় দিয়ে ইসলামের অনেক প্রশংসা করলো। কাফেলার আমীর তাকে ইসলামের প্রতি আগ্রহী দেখে ইনফিরাদী কৌশিশ করলো, যার বদৌলতে কিছুক্ষণের মধ্যেই اَلْحَمْدُ لِلّٰه সে ইসলাম গ্রহণ করে নিলো আর বললো: আপনি এসে আমার পরিবার-পরিজনদেরও ইসলামের দাওয়াত দিন। মাদানী কাফেলার লোকেরা তার ঘরে গেলো এবং তাদের প্রতি ইসলাম কবুল করার প্রস্তাব দিলো। যার বরকতে اَلْحَمْدُ لِلّٰه ৯জন সদস্যবিশিষ্ট পরিবাবের সবাই মুসলমান হয়ে গেলো। কাফেলার আমীর সেই নও মুসলিমকে জিজ্ঞাসা করলো: আপনি তো প্রথম থেকেই ইসলামকে ভালবাসতেন, তো ইসলাম গ্রহণ করতে এত দেরি করলেন কেন? সে উত্তরে বললো: যে ইসলামে আমি অভিভূত হয়েছি,

www.dawateislami.net

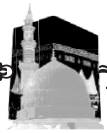

তা তো বই-পুস্তকে লিপিবদ্ধ ছিলো, আমি তেমন কোন মুসলমান দেখছিলাম না, যখন আশিকানে রাসূলের সুন্নাতেভরা মাদানী কাফেলা দেখি, তখন আমার মন সেদিকে ঝুকে পড়ে আর আমি আপনাদের চাল-চলন ও গতিবিধি লক্ষ্য করতে শুরু করি। আমি তিনদিন ধরে আপনাদের কর্মকান্ড ও কার্যাবলী লক্ষ্য করছিলাম। চলাফিরায় দৃষ্টি নিচু করে রাখা, মুচকি হেসে সাক্ষাৎ করা আর আপনাদের সাদা পোষাক, মাথায় পাগড়ীর মুকুট, চেহারায় নূর ইত্যাদি দেখে আমি পুস্তকে পাওয়া ইসলামের বাস্তব নমুনা আপনাদের মাঝে উপলব্ধি করি। সে কারণেই আমি মনে মনে স্থির করে নিই যে, এখনই তাঁদের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে নেওয়া উচিত। اَلْحَمْدُ لِلّٰه বর্তমানে এই নওমুসিলম ভাইটি একটি মসজিদের মুয়াজ্জিন হিসাবে আছেন এবং তিনি মুসলমানদেরকে সৎকাজের এবং নামাযের দাওয়াতও দিচ্ছেন। তাঁর মাদানী মুন্নারা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদ্‌রাসাতুল মদীনায় পবিত্র কোরআনে করীমের শিক্ষা নিচ্ছে।

আয়িয়ে আশেকিঁ, মিল কে তাবলিগে দীঁ কাফেরোঁ কো করেঁ, কাফেলে মে চলো
কাফের আ জায়েঙ্গে, রাহে হক পায়েঙ্গে اِنْ شَآءَ الله **চলেঁ কাফেলে মেঁ চলো**
কুফর কা সর ঝুকে, দীঁ কা ডঙ্কা বাজে
اِنْ شَآءَ الله **চলেঁ, কাফেলে মেঁ চলো**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাদানী কাফেলার বরকত মারহাবা!

سُبْحٰنَ الله এ মাদানী কাফেলার বরকতকে শত কোটি মারহাবা! সকল ইসলামী ভাইয়েরা নিয়মিত প্রতি মাসে কমপক্ষে তিন দিন এবং

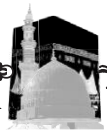

১২ মাসে একটানা ৩০ দিনের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতেভরা সফর করার সৌভাগ্য অবশ্যই অর্জন করুন। বর্ণনাকৃত চমৎকার মাদানী বাহারে مَاشَآءَاللّٰه ৯ জন অমুসলিমের হেদায়ত প্রাপ্তি এবং ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে সমবেত হওয়ার ঈমানোদ্দীপক বর্ণনা রয়েছে। আসলেই সেই ইসলামী ভাইটি খুবই সৌভাগ্যবান যার ইনফিরাদী কৌশিশে কোনো অমুসলিম কুফরের অন্ধকার থেকে ঈমানের আলোর দিকে ফিরে এসেছে কিংবা কোন মুসলমান গুনাহ হতে তাওবা করে সুন্নাতেভরা জীবন অতিবাহিত করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

হে মুস্তাফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **রব!** আমাদেরকে বিনা হিসেবে ক্ষমা করে দাও। আমাদেরকে সুন্নাতের একনিষ্ঠ মুবাল্লিগ বানিয়ে দাও, নিয়মিত মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য দান করো, মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করে অন্যান্যদেরকেও মাদানী ইনআমাতের আমলকারী বানানোর তৌফিক দান করো।

না নেকি কি দাওয়াত মেঁ সুসতি হো মুঝ সে
বানা শায়িকে কাফেলা ইয়া ইলাহী

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮৫ পৃষ্ঠা)

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

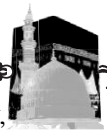

হযরত খিযির ও ইলিয়াছ عَلَيْهِمَا السَّلَام সম্পর্কে মন মাতানো তথ্য

আরয: হযরত খিযির عَلَيْهِمَا السَّلَام কি নবী নাকি নয়?

ইরশাদ: জুমহুরের (অর্থাৎ অধিকাংশের) মত এটাই এবং বিশুদ্ধ মতও এটাই যে, তিনি একজন নবী এবং তিনি জীবিত আছেন।

(ওমদাতুল ক্বারী, ২/৮৪, ৮৫)

আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمَا السَّلَام জীবিত

(আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন) চারজন নবী জীবিত আছেন, তাদের (ওফাত হিসেবে) **আল্লাহ** কর্তৃক ওয়াদা এখনো আসেনি, এমনিতেই তো প্রত্যেক নবীই জীবিত। (যেমনটি; হাদীসে পাকে রয়েছে: اِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَاْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللهِ حَيٌّ يُّرْزَقُ অর্থাৎ "নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** আম্বিয়া عَلَيْهِمُ السَّلَام দের শরীর মুবারককে নষ্ট করা মাটির জন্য হারাম করেছেন, তো **আল্লাহ পাকের** নবীগণ জীবিত, তাঁদের রিযিক প্রদান করা হয়।" **(ইবনে মাজাহ্, ২/২৯১, হাদীস ১২৩৭)** আম্বিয়া عَلَيْهِمُ السَّلَام দের উপর এক মুহূর্তের জন্য শুধুমাত্র **আল্লাহ পাকের** ওয়াদার সত্যতার জন্য মৃত্যু আসে, অতঃপর পুনরায় তাঁদের বাস্তব অনুভূতিপূর্ণ পার্থিব জীবন (অর্থাৎ পৃথিবীর মত জীবন) দান করা হয়। যাক, এই চারজনের মধ্য হতে দু'জন আসমানে আছেন আর দু'জন পৃথিবীতে। হযরত খিযির ও ইলিয়াস عَلَيْهِمَا السَّلَام পৃথিবীতে এবং হযরত ইদ্রিস ও ঈসা عَلَيْهِمَا السَّلَام আসমানে। **(তাফসীরে দুররে মনছুর, ৫/৪৩২)**

www.dawateislami.net

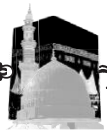

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর অধিকহারে দরূদ শরীফ পড়বে।" **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

সকলকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করতে হবে

আরয: হুযুর এই চারজনের উপর কি মৃত্যু আসবে?

ইরশাদ: অবশ্যই আসবে: (৪র্থ পারা সূরা আলে ইমরানের ১৮৫নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:)

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করতে হবে।

(অতঃপর বললেন) যখন (২৭তম পারা সূরা আর রহমানের ২৬নং) আয়াতটি অবতীর্ণ হয়:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সবই ধ্বংস হয়ে যাবে।

ফিরিশতারা আনন্দিত হয়ে গেলো যে, আমরা বেঁচে গেছি, কারণ আমরা পৃথিবীতে নই, যখন অপর (৪র্থ পারা সূরা আলে ইমরানের ১৮৫নং) আয়াতটি অবতীর্ণ হলো:

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করতে হবে।

ফিরিশতারা বললো: এখন তো আমরাও গেলাম। (অর্থাৎ আমাদেরও মৃত্যু হবে)।

(রূহুল বয়ান, ৯/২৯৭, ২৯৮। মালফুযাতে আ'লা হযরত, ৪৮৩-৪৮৫ পৃষ্ঠা)

আম্বিয়া কো ভি আজল আনি হে মগর এয়ছি কেহ্ ফকত আনী হে
ফির উসী আন্ কে বাদ উন কি হায়াত মিছলে সাবেক ওয়হি জিসমানী হে
রূহ তো সব কি হে জিন্দা উন কা
জিসমে পুরনূর ভি রূহানী হে (হাদায়িকে বখশীশ শরীফ)

www.dawateislami.net

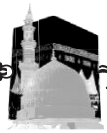

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **এর কালামের ব্যাখ্যা :** আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উল্লেখিত ইঙ্গিত সমূহের সারমর্ম হলো যে, ৪র্থ পারা সূরা আলে ইমরানের ১৮৫ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ পাকের** ইরশাদ "كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করতে হবে।" অনুযায়ী আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام উপর মৃত্যু আসবে, কিন্তু তা শুধুমাত্র এক মহুর্তের জন্য, অতঃপর পূর্বের মতই রূহ ফিরিয়ে দেয়া হয়। সমস্ত মানুষের রূহ জীবিত থাকে, কিন্তু আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام মুবারক শরীরও অক্ষত থাকে। হাদীসে পাকে রয়েছে: اَلْاَنْبِيَاءُ اَحْيَاءٌ فِيْ قُبُوْرِهِمْ يُصَلُّوْنَ অর্থাৎ আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام আপন আপন কবরে জীবিত এবং নামাযও পড়েন। (আবু ইয়ালা, ৩/২১৬, হাদীস ৩৪১২) অপর এক হাদীসে পাকে রয়েছে: " اِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَاْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللهِ حَيٌّ يُرْزَقُ অর্থাৎ নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** আম্বিয়া عَلَيْهِمُ السَّلَام দের শরীর মুবারককে নষ্ট করা মাটির জন্য হারাম করেছেন, তো **আল্লাহ পাকের** নবীগণ জীবিত, তাঁদের রিযিক প্রদান করা হয়।" (ইবনে মাজাহ্, ২/২৯১, হাদীস ১২৩৭) প্রত্যেক নবীই জীবিত, যখন প্রত্যেক নবীই জীবিত তখন আমাদের **প্রিয় আকা, মক্কী মাদানী মুস্তাফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জীবিত হবেন না কেন! আর আশিকে রাসূল আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আন্দোলিত হয়ে কেনোইবা আরয করবের না:

তু জিন্দা হে ওয়াল্লাহ্ তু জিন্দা হে ওয়াল্লাহ্
মেরে চশমে আলম ছে ছুপ জানে ওয়ালে (হাদায়িকে বখশীশ শরীফ)

www.dawateislami.net

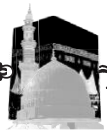

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **এর কালামের ব্যাখ্যা :** দুনিয়াবী এবং প্রকাশ্য চোখ থেকে হে গোপন হয়ে যাওয়া এবং আমার প্রকাশ্য দৃষ্টিতে ধরা না দেয়া **হে প্রিয় আকা! আল্লাহ**র শপথ! আপনি জীবিত, **আল্লাহ পাকে**র শপথ! আপনি জীবিত।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেকীর দাওয়াত প্রদানকারীর সংজ্ঞা

আল্লাহ পাক কোরআনে মজীদে ইরশাদ করেন:

وَ مَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَاۤ اِلَى اللّٰهِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَّ قَالَ اِنَّنِیْ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ﴿۳۳﴾

(পারা ২৪, সূরা হামীম সিজদা, আয়াত ৩৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তার চেয়ে কার কথা অধিক উত্তম যে **আল্লাহ**র প্রতি আহ্বান করে এবং সৎকর্ম করে আর বলে 'আমি মুসলমান'।

উক্ত আয়াতে মুবারকার টীকায় সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: হযরত আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: আমার মতে এই আয়াতটি মুয়াজ্জিনদের শানে অবতীর্ণ হয়েছে আর একটি মত এটাও যে, যেই ব্যক্তি যেকোনো ভাবেই **আল্লাহ পাকে**র প্রতি আহ্বান করে (অর্থাৎ নেকির দাওয়াত প্রদানকারী সকলেই) এই আয়াতের অন্তর্ভূক্ত।

জু নেকি কি দাওয়াত কি ধূমেঁ মাচায়ে
ম্যাঁ দে'তা হোঁ উস কো দোয়ায়ে মদীনা

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৫২ পৃষ্ঠা)

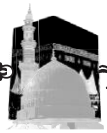

উত্তম মানুষের বৈশিষ্ট্য

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবার মিম্বর শরীফে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় একজন সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরয করলেন: **ইয়া রাসুলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? ইরশাদ করলেন: মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে অধিকহারে কোরআনে করীম তিলাওয়াত করে, অধিক মুত্তাকী, **সবচেয়ে বেশি নেকীর আদেশ দেয় আর অসৎকাজে নিষেধকারী** এবং সর্বাধিক আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায়কারী।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ১০/৪০২, হাদীস ২৭৫০৪)

তিলাওয়াত, পরহেযগারী, নেকীর দাওয়াত ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বেশি বেশি সাওয়াব অর্জনের নিয়্যতে বর্ণিত হাদীসে মুবারাকার আলোকে কিছু "নেকীর দাওয়াত" উপস্থাপন করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। উক্ত বর্ণনায় সবচেয়ে **উত্তম মানুষে**র চারটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে: (১) অধিকহারে কোরআন তিলাওয়াত (২) অধিক পরহেযগারীতা (৩) সবচেয়ে অধিক নেকীর আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা এবং (৪) আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। আসলেই এই চারটি খুব উন্নত বৈশিষ্ট্য, **আল্লাহ পাক** নসীব করো, আমীন! এই চারটি বৈশিষ্ট্যের ফযিলত লক্ষ্য করুন। (১) হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন কোরআন

www.dawateislami.net

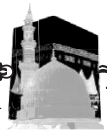

পাঠকারী আসবে, তখন কোরআন আরয করবে: **হে আল্লাহ!** একে হুল্লা (অর্থাৎ জান্নাতি পোষাক) পরিয়ে দিন। তখন তাকে **কারামতের হুল্লা** (অর্থাৎ সম্মানিক জান্নাতি পোষাক) পরানো হবে। অতঃপর কোরআন আরয করবে: **হে আল্লাহ!** এতে বৃদ্ধি করে দাও। তখন তাকে **কারামতের মুকুট** পরানো হবে। অতঃপর কোরআন আরয করবে: **হে আল্লাহ!** এই ব্যক্তির উপর তুমি রাজি হয়ে যাও। তখন **আল্লাহ পাক** তার উপর রাজি হয়ে যাবেন। অতঃপর সেই কোরআন পাঠকারীকে উদ্দেশ্য করে বলা হবে: কোরআন পাফ করতে থাকে আর জান্নাতের মর্যাদা সমূহ অর্জন করতে থাকো এবং প্রতিটি আয়াতের বিনিময়ে তাকে নেয়ামত দান করা হবে। (তিরমিযী, ৪/৪১৯, হাদীস ২৯২৩)

(২) পরহেযগারদের আখিরাতে সাফল্যের সুসংবাদ শোনানো হয়েছে। যেমনটি; ২৫তম পারা সূরা যুখরুফের ৩৫নং আয়াতে ইরাশাদ হচ্ছে: وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** এবং আখিরাত তোমাদের প্রতিপালকের নিকট পরহেজগারদের জন্যই। (পারা ২৫, সূরা যুখরুফ, আয়াত ৩৫) (৩) হযরত সায়্যিদুনা কা'বুল আহবার رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: "জান্নাতুল ফেরদৌস বিশেষ করে সেসব ব্যক্তির জন্যই, যারা সৎকাজে আহ্বান করে এবং অসৎকাজে বারণ করে।" (তানবীহুল মুগতারীন, ২৩৬ পৃষ্ঠা) (৪) **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যার এটা পছন্দ যে, তার বয়স ও রিযিক বৃদ্ধি করে দেয়া হোক, তবে তার উচিৎ নিজের পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩/২১৭, হাদীস ১৬)

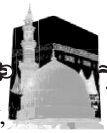

বয়স ও রিযিকে বৃদ্ধি হওয়ার অর্থ

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ১১৯৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'বাহারে শরীয়ত'** এর ৩য় খন্ডের ৫৬০ পৃষ্ঠায় সদরুশ শরীয়া বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: হাদীস শরীফে এসেছে যে, "আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করাতে বয়স বৃদ্ধি পায় এবং রিযিক প্রশস্ত হয়।" কতিপয় ওলামা এই হাদীস শরীফের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করেছেন, অর্থাৎ এতে তকদীরে মুয়াল্লাকই উদ্দেশ্য, কেননা তকদীরে মুবারাম পরিবর্তন হতে পারে না।[১]

اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ

(পারা ১১, সূরা ইউনুস, আয়াত ৪৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তাদের ওয়াদা যখন আগমন করবে তাহলে একটা মুহূর্ত না পিছে হটবে না সামনে বাড়বে।

আর কোন কোন (ওলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام) বলেছেন: বয়স বৃদ্ধির উদ্দেশ্য এটাই যে, মৃত্যুর পরও এর সাওয়াব লিখা হয়, সে এখনও জীবিত অথবা উদ্দেশ্য হলো; মৃত্যুর পরও তার কল্যাণময় আলোচনা অব্যাহত থাকে। (রদ্দুল মুহতার, ৯/৬৭৮)

১. এখানে কজা দ্বারা ভাগ্যকেই বুঝানো হয়েছে। কজার প্রকারভেদ ও এতদসংক্রান্ত বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত কিতাব "বাহারে শরীয়ত" এর ১ম খন্ডের ১৪ থেকে ১৭ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন। বিশেষ করে আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশের পক্ষ থেকে প্রদত্ত টীকাগুলো অতুলনীয় এবং বিভিন্ন ধরনের কুমন্ত্রণার মহৌষধ।

www.dawateislami.net

তৎক্ষণাৎ ফুফুর সাথে মীমাংসা করে নিলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকাল লোকেরা কথায় কথায় আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়। তাই পরস্পরের মাঝে ভালবাসার বন্ধন সুদৃঢ় করার জন্য ভাল নিয়্যত সহকারে আরো বেশি সাওয়াব অর্জনের নিয়্যতে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার সম্পর্কে নেকীর দাওয়াত দিতে গিয়ে মাদানী ফুল উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি। হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একদা **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর হাদীস বর্ণনা করছিলেন, তখন তিনি বলেন: আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীরা যেন আমার মাহফিল থেকে উঠে যায়। এক যুবক উঠে গিয়ে তার ফুফুর নিকট গেলো, যার সাথে তার কয়েক বৎসরের পুরনো ঝগড়া ছিলো। উভয়ে যখন একে অপরের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেলো, তখন ফুফু ঐ যুবককে বললো: তুমি গিয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করবে, কেন এরূপ হলো? (অর্থাৎ সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর এই ঘোষণার কারণ কী?) যুবকটি উপস্থিত হয়ে যখন জিজ্ঞাসা করলো, তখন হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: আমি **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট এরূপ শুনেছি, "যে সম্প্রদায়ের মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বিদ্যমান থাকে, সে সম্প্রদায়ের উপর **আল্লাহ পাকের** রহমত অবতীর্ণ হয় না।"

(আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, ২/১৫৩)

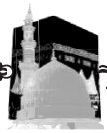

বউ-শ্বাশুড়ির মাঝে মীমাংসার রহস্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আগেকার দিনের মুসলমানেরা কী ধরনের **আল্লাহ**র ভয় পোষণকারী ছিলো। সৌভাগ্যবান যুবকটি **আল্লাহ পাকে**র ভয়ে তৎক্ষণাৎ তার ফুফুর নিকট নিজে উপস্থিত হয়ে মীমাংসার ব্যবস্থা করে নিলো। সকলেরই উচিত গভীর চিন্তা করা, বংশের কার কার সাথে সুসম্পর্ক নেই, যখন দেখবে যে, শরীয়তের কোন বাধা নেই তবে তৎক্ষণাৎ অসন্তুষ্ট আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মীমাংসার ব্যবস্থা শুরু করে দিন। যদি নতও হতে হয়, তবে একমাত্র **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য নত হয়ে যান। اِنْ شَآءَ الله উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে পারবেন। **প্রিয় নবী, রাসূলে আবরী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ الله অর্থাৎ যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকে**র জন্য বিনয় অবলম্বন করে, **আল্লাহ পাক** তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন।" (শুয়াবুল ঈমান, ৬/২৭৬, হাদীস ৮১৪০) নিজের পরিবার-পরিজন ও সমাজকে শান্তির নীড়ে পরিণত করতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং প্রতিমাসে কমপক্ষে তিনদিনের জন্য মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফর করুন, তাছাড়া মাদানী ইনআমাত অনুসারে জীবন অতিবাহিত করুন, আপনাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার জন্য একটি মাদানী বাহার উপস্থাপন করছি। বাবুল মদীনার (করাচী) এক ইসলামী ভাইয়ের বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে: দীর্ঘদিন ধরে আমার স্ত্রী ও আমার মা অর্থাৎ বউ-শ্বাশুড়ীতে খুবই ঝগড়া চলছিলো, ফলে স্ত্রী রাগ করে বাপের

বাড়িতে চলে গেলো, আমি খুবই চিন্তিত ছিলাম, এই সমস্যাকে কিভাবে সমাধান করবো বুঝতে পারছিলামনা। এমন সময় **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত 'মাদানী মুযাকারা'র V.C.D. **'ঘর আমন কা গেহওয়ারা কেয়ছে বনে'** আমার হাতে আসে। বিষয়বস্তু দেখে বড় আশা নিয়ে এই V.C.D. নিজেও দেখলাম, আমার সম্মানিতা আম্মাজানকেও দেখালাম আর একটি V.C.D. আমার শ্বশুড়বাড়িতেও পাঠিয়ে দিলাম। আমার আম্মাজানের এই V.C.D.টি এমন পছন্দ হলো যে, তিনি সেটি পুনরায় দেখলেন। তিনি অবাক হয়ে আমাকে বললেন: 'চলো বাবা, তোমার শ্বশুড়বাড়ি যাই।' আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম, মনে হচ্ছে যেন, যে কাজ আমি আপ্রাণ চেষ্টার বিনিময়েও করতে পারিনি, তা এই V.C.D.টিই করে দিয়েছে। আমার শ্বশুড়বাড়িতে গিয়ে আম্মাজান গভীর মমতায় আমার স্ত্রীকে রাজী করলেন এবং তাকে পুনরায় ঘরে নিয়ে এলেন। অপর দিকে আমার স্ত্রীও ইতিবাচক ব্যবহার প্রদর্শন করেছে। ঘরে আসার পরের দিনেই সে শ্বাশুড়ীকে (অর্থাৎ আমার আম্মাজানকে) বলছে: আম্মাজান, আমার রুমটি অনেক বড়, পরিবারের অন্যান্য লোকেরা যেই রুমে থাকে সেটা অনেক ছোট। আপনি আমার কক্ষটি ব্যবহার করুন আর আমি ঐ ছোট কক্ষটি থাকার জন্য নির্দিষ্ট করে নিচ্ছি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের যে ঘর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত ছিলো **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বরকতে শান্তির নীড়ে পরিণত হয়ে গেলো। (মাদানী মুযাকারার উল্লেখিত V.C.D. **'ঘর আমন কা গেহওয়ারা কেয়ছে বনে'**

www.dawateislami.net

মাকতাবাতুল মদীনা থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করতে পারেন আর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও দেখতে এবং শুনতে পারবেন)

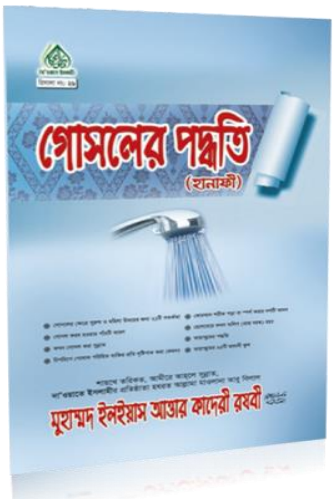

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

চুলকানীর চিকিৎসা

প্রতিদিন গোসল করা এমনিতেই স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। আর যদি আপনার শরীরে খোঁসপাচড়া, চুলকানী হয়ে থাকে, তাহলে প্রতিদিন যে কোন সাবান ভালভাবে লাগিয়ে গোসল করে নিন। আর যদি শুকনো খোঁসপাচড়া, চুলকানী হয়ে থাকে তাহলে খুব ভালভাবে ঘষে-মেজে বরং বাজার থেকে গোসল করার জন্য হাতল বিশিষ্ট লম্বা প্লাস্টিকের ব্রাশ কিনে এনে তা দ্বারা ভালভাবে ঘষে-মেঝে গোসল করুন। আর শরীরে ব্যবহৃত কাপড় চোপড় খোলার পর তা রোদের মধ্যে শুকাতে দিন। যাতে রোগ-জীবাণুগুলো মরে যায়। দ্বিতীয় দিন গোসল করার পর প্রথম দিনের রোদে শুকানো কাপড়গুলো পরিধান করুন। আর আজ যা খুলে রেখেছেন তা রোদে শুকাতে দিন। এই আমল প্রতিদিন চালিয়ে যান। اِنْ شَآءَ اللّٰه খোঁসপাচড়া, চুলকানীর মাত্রায় যথেষ্ট আরাম অনুভব করবেন। আর যদি ব্যবহৃত কাপড় চোপড় রোদে দেয়া সম্ভব না হয় তাহলে যে কোন উপযুক্ত স্থানে রশি টাঙ্গিয়ে তাতে রেখে দিন। তবে রোদ সর্বাপেক্ষা উপকারী। (মেডিক্যাল ষ্টোরে খোঁসপাচড়া, চুলকানী রোগে ব্যবহার করার জন্য বিশেষ সাবান পাওয়া যায়।) (ঘরোয়া চিকিৎসা, ৩৮ পৃষ্ঠা)

(দা'ওয়াতে ইসলামী)

দেখতে থাকুন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net